সবাই নয় গোটা ছয় সাত ফ্যামিলি।

তুমি যাও না।

একা? কেন? তোমার অসুবিধে আছে?

ওই সময়টায় ...।

আচ্ছা বুঝেছি। ভূমানন্দ আর কথা বাড়ায়নি। তবে কেকা না যাওয়ায় নিজেও যায়নি শেষ অবধি।

এই অনবরত মিথ্যাচার ভিতরে ভিতরে ভেঙে দিচ্ছে কেকাকে। কিন্তু উপায় কি? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ছিল ও। চোখ খুলে দেখল ভূমানন্দ। ওর মুখের উপর ঝুঁকে আছে। ডাকছে না। কেকা চোখ খোলার পরও স্থির তাকিয়ে রইল। অস্বস্তিতে চোখ বুজতেই নাড়িয়ে দিল ওকে। অনেক রাত হয়েছে। খেতে যাবে না? মা ডাকছে।

যাব। কাপড় সামলে উঠতে গিয়েই বাধা পেল কেকা। দু'পাশে দু'হাত দিয়ে ওর বুকের উপর ঝুঁকে থাকা মানুষটা মুখ নামিয়ে আনছে। খুব কাছাকাছি এসে ফিসফিস করল ভূমানন্দ, তুমি এত সুন্দর কেন? কথাটা শুনে হাসার চেষ্টা করল কেকা।

ঠিকমতো হল না।

বৃষ্টি

গাড়িটা বাড়ি অবধি এসে নামিয়ে দিল গেল। সুদেববাবুর গাড়ি। উনি আসেননি। প্রোডাকশনের লোকদের সঙ্গে পরে আসবেন। ইন্দ্রও ওই গাড়িতেই ফিরল। আগে ওকে নামিয়ে দিয়ে তারপর বাড়ি যাবে। বাড়ির সামনে এসে অনেকবার বলেছে রনিতা, নাম। একটু চা খেয়ে যা। শুনল না। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। ওকে দেখলেই মা আবার উল্টোপাল্টা আন্দাজ করতে শুরু করত।

না গো সত্যি! তোমার নাটকে আমি কখনও করিনি। তাই ...! আদুরে গলায় কথাগুলো বলে বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল ও। ঠিক সেই সময় চোখে পড়েছিল ঘরের সামনে এসে আবার ফিরে গেল মা। ফিরে যেতে যেতে ডাকছিল লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী, ছাড়া কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে ভিজিয়ে দিস। সিল্কগুলো আলাদা রাখিস। বাবাও স্বস্তি না পেয়ে গলা থেকে হাতদু'টো নামিয়ে দিল

এবারে বাড়িতে আসার পর একটু অবাকই লাগছে। ইচ্ছে করেই ওর সামনে আসাটা এড়িয়ে যাচ্ছে মা। দশটা নাগাদ পৌঁছোতেই লক্ষ্মী ডাব কেটে দিয়েছে। স্নান করার পর সামান্য কিছু ব্রেকফাস্ট। দুপুরে হালকা মাছের ঝোল, ভাত। সব কিছুর মধ্যেই মায়ের পরিপাটি যত্ন, অথচ মা ছিল না কোথাও।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠেও মাকে না দেখতে পেয়ে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করেছিল ও, মা কোথায়?

একটু বেরিয়েছেন। এ সময়ে রোজ হাঁটতে বার হন।

সন্ধেয় নিজের ঘরে টিভি দেখছিল রনিতা। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল মা ঢুকছে বাড়িতে। সোজা হাঁটার ভঙ্গি। সামান্য একটা ছাপা শাড়ি তবু ভীষণ ভালো দেখাচ্ছে মাকে। আজকাল মাঝেমাঝেই একটা অপরাধবোধ কাজ করে। হয়তো ওর জন্যই মা বোধহয় একা হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। নাঃ এভাবে ভাবলে চলবে না। এস বের জন্য রনিতা দায়ী হতে যাবে কেন? সকালে বাড়ি ঢুকতেই একগাল হেসে বেরিয়ে এসেছিল বাবা। বড় ময়লা দেখাচ্ছিল বাবাকে। গালে আধফোটা দাড়ি। এলোমেলো চুল।

কী করছিলে?

নাটকের ফাইনাল স্ক্রিপটা তৈরি করছিলাম। কাল থেকেই পুরোদমে লেগে পড়তে হবে বুঝলি। পুজোর আর বেশি দেরি নেই তো।

নাটকে মেয়ে চরিত্র আছে?

হ্যাঁ আছে একটা। একটু প্যাসিভ ক্যারেকটার। তাও তো ঠিকমতো কাউকে পেলাম না।

আমি যদি করি?

তুই করবি? দুৎ! ইয়ার্কি মারছিস।

না গো সত্যি! তোমার নাটকে আমি কখনও করিনি। তাই ...! আদুরে গলায় কথাগুলো বলে বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল ও। ঠিক সেই সময় চোখে পড়েছিল ঘরের সামনে এসে আবার ফিরে গেল মা। ফিরে যেতে যেতে ডাকছিল লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী, ছাড়া কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে ভিজিয়ে দিস। সিল্কগুলো আলাদা রাখিস। বাবাও স্বস্তি না পেয়ে গলা থেকে হাতদু'টো নামিয়ে দিল।

রাজস্থান থেকে লক্ষ্মীর জন্য ভালো একটা হার দুলের সেট এনেছে ও। খুব পছন্দ হয়েছে ওর। বাবার অফহোয়াইট বাঁধনির কাজ করা পাঞ্জাবির পিস, কাপড়টা সিল্কের। বাবা লজ্জা পেয়ে হাসছিল। কী করেছিস? অনেক দাম নিল তো?

জানি না যাও।

আর মার, মার জন্য কি আনলি?

কিছু না।

বাবার হাসিটা দপ্ করে নিভে গেল কেমন। যাঃ! বাজে কথা বলিস না।

কেন? বাজে কথা কেন? আনতেই হবে?

গম্ভীর হয়ে উঠে যাচ্ছিল বাবা, হাত ধরে টেনে বসিয়েছিল রনিতা। বাবা, মাকে খুব তুমি ভালোবাসো না?

ইয়ার্কি হচ্ছে?

নাঃ সত্যি সত্যি! মানুষটাকে আর ঘাবড়ে দেয়নি রনিতা। মায়ের জন্য আনা হলুদ বাঁধনির সিল্ক শাড়িটা বার করে সামনে মেলে ধরেছিল।

বাঃ খুব সুন্দর! যা এখনই দিয়ে আয়।

এখন ভালো লাগছে না। পরে হবে। বসো না একটু। গল্প করি। কতদিন তোমার সঙ্গে কথা হয় না।

আমার কাজ আছে রনি। তা ছাড়া গল্প তো পালাচ্ছে না। এখন একটু জামাকাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে নে। আমিও স্ক্রিপ্টটা শেষ করি। অনেকদিন বাদে বাড়ি এলি। ভালো করে খা। ঘুমো। তারপর কথা হবে।

রনিতা বুঝতে পারছিল মা আসছে না। যোগ দিচ্ছে না আসরে। তাই কায়দা করে বাবা এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে।

স্নান করতে উঠেও হঠাৎ কী মনে হল, সদর দরজার সামনে গিয়ে চাবি খুলে একমনে লেটারবক্সটা ঘাঁটছিল ও। অনেকদিন ছিল না। যদি কোনও চিঠি এসে থাকে। পর মুহূর্তেই হাসি পেল ভেবে, কার চিঠি খুঁজছে? এখান থেকে এখানে, পাগল না হলে সে চিঠি লিখতে যাবে কেন? লেটারবক্স বন্ধ করে ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রনিতা। না আর বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে না। কি হবে ফিরে?

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

পুস্তক Vs মুখপুস্তিকা

সুস্মিতা নাথ

চেতনায় ভগবতপ্রেম রিনিউ করিবার উপলক্ষে মর্ত্যলোক হইতে চেতন ভগত নামক মান্যবরের কিছু পুস্তক আনয়ন করিয়াছেন দেবী সরস্বতী। জ্ঞান প্রাপ্তির পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিশদে অবগত হইতেই 'টু স্টেটস' নামক পুস্তকটি লইয়া সবে পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, অমনি 'সরু' 'সরু' সম্বোধনপূর্বক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন অগ্রজা লক্ষ্মী দেবী। বিষয়-আশয় এবং শেয়ার বাজার লইয়া সতত ব্যস্ত ধনদেবী হইতে বাগ্‌দেবী খানিক তফাতেই থাকেন। তিনি জ্ঞানের পূজারী। এমনিতেই তাঁহার বাজার অত্যন্ত মন্দা চলিতেছে আজকাল। গুগোল নামক এক অধুনা অসুরের দৌরাত্মিতে তিনি এখন বিস্মৃতপ্রায়। মর্ত্যলোক তো বটেই সুরলোকও আন্তর্জাল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহোদর গনুদাদা ও কাতুদাদা হইতে শুরু করিয়া সমস্ত দেবতাগণ কিছু জানিতে হইলেই এখন গুগোল অসুরের দ্বারস্থ হইতেছেন। দেখিয়া গোপনে কাঁদিয়া ভাসান বাগ্‌দেবী। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বাজার ফিরিয়া পাইতে হইলে পরিবর্তনশীল জগৎসংসারের ঘটনাবলি সম্পর্কে নিত্য আপ-ডেট হইতে হবে। দিন কয়েক ধরিয়া তাহারই চেষ্টা চালাইতেছেন সরস্বতী।

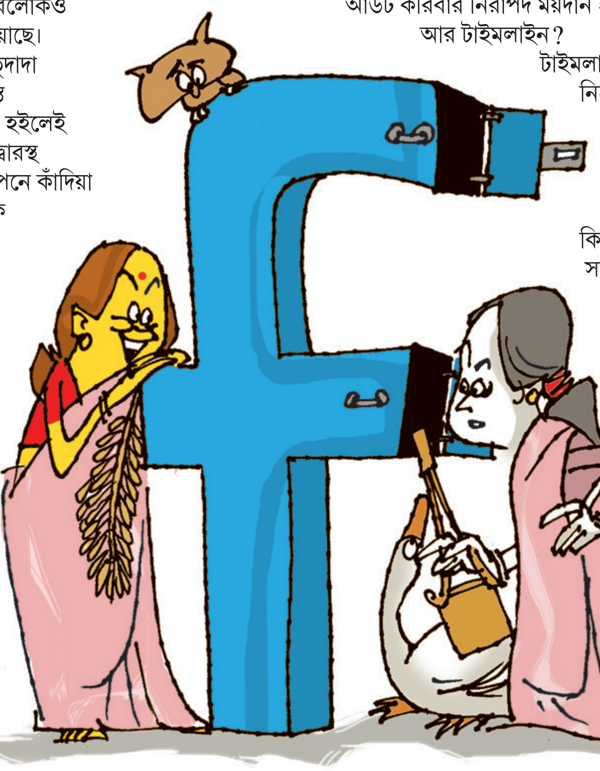

লক্ষ্মী দেবী হইতে তফাৎ থাকিলেও সরস্বতী একটা ব্যাপারে অগ্রজার প্রতি কৃতজ্ঞ। লেখাপড়া ও স্মার্টনেসের বিশেষ অভাবহেতু লক্ষ্মী দেবী এখনও গুগোল অপেক্ষা তাঁহাকেই নির্ভর করেন বেশি। এখনও এমনই কোনও সংকটে পড়িয়াই তাঁহার আগমন ঘটিয়াছে। হস্তের পুস্তক নামাইয়া অগ্রজার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন সরস্বতী। কোনও প্রকার ভূমিকা ব্যতিরেকেই লক্ষ্মী দেবী শুধাইলেন, হ্যাঁরে সরু, ত্যাগের অর্থ তো জানি, কিন্তু ট্যাগের অর্থ কী?

প্রশ্ন শুনিয়া ভ্রু কুঞ্চিত হইল বাগ্‌দেবীর। তারপর জিজ্ঞাসিলেন, মুখপুস্তিকায় নাম লিখাইয়াছ বোধ হইতেছে?

মুখপুস্তিকা ওহো ফেসবুক তো? হ্যাঁরে, একটা অ্যাকাউন্ট খুলিয়াই লইলাম। কালো টাকায় বাজার ভরিয়া উঠিয়াছে। অর্থলাভের অভিলাষে আমার উপরে আর কেউ বিশেষ ভরসা রাখে না। অগত্যা সময় কাটাইতে এই মুখপুস্তিকার আশ্রয়। কিন্তু, ভগিনী তুমি কেমনে অবগত হইলে? লক্ষ্মী দেবী অতিশয় বিস্মিত।

সরস্বতী স্মিত হাসিলেন। তোমার প্রশ্ন শুনিয়াই ধারণা করিলাম। কেন না 'ট্যাগ' শব্দটির অর্থ অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আজকাল ত্রিলোকের সকলেই মুখপুস্তিকার ট্যাগ লইয়া বিশেষ বিব্রত। এই ট্যাগের অর্থ হইল, ঝুলাইয়া দেওয়া। যে যাহা খুশি জগতের উদ্দেশে ছুড়িয়া দিবে, সেইসঙ্গে অন্যদেরও লটকাইয়া দিবে। তাহাতে অন্যদের সম্মতি থাক বা নাই থাক, তোয়াক্কা করে না কেহ। ইহার পর সেই পোস্ট অর্থাৎ বস্তুটি যতদিন মুখপুস্তিকায় ভাসিয়া থাকিবে, ট্যাগিত ব্যক্তিসমুদয়ও ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সেইটির সহিত ঝুলিতে থাকিবে।

'সাংঘাতিক!' লক্ষ্মী দেবী শঙ্কিত হইলেন।

আরও আছে। ট্যাগিত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ট্যাগকর্তা তোমাকে হীনমন্য আদি গালাগাল করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, স্বসৃষ্ট বা বন্ধুসৃষ্ট গ্রুপে গিয়া তোমার পিণ্ডি চটকাইয়া জনমত তৈরি করিবেন। লোক উহাতে লাইক করিবে, কমেন্ট করিবে এবং এইরূপে তোমার শান্তির নিদ্রা কাড়িয়া লইবে।

কী বলিতেছিস সরু? ইহা তো সত্যিই ভয়াবহ? ইনবক্স, টাইমলাইন ইত্যাদির কার্যকারিতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা দিয়া কৃতার্থ করো ভগিনী।

শুনো, ইনবক্স হইল সেই তালাবন্ধ বাক্স যাহার ভিতরে মহামূল্য গুপ্তধন হইতে শুরু করিয়া বাতিল আবর্জনাও থাকিতে পারে। নাম ইনবক্স হইলেও মনের সমস্ত পিরিত আউট করিবার নিরাপদ ময়দান ইহাই।

আর টাইমলাইন?

টাইমলাইন বা ওয়াল দুই প্রকার। নিজের এবং অপরের। নিজের টাইমলাইন হইল নিজের ঘরের দেওয়ালের মতো, যাহাকে আমরা পরম যত্নে সাজাইয়া রাখি। কিন্তু অন্যের ওয়াল হইল সরকারি বিল্ডিংয়ের সেই অনাথ প্রাচীর যাহার উপরে চুনকালি লেপিয়া যাহা খুশি লিখিতে, অঙ্কন করিতে, এমনকি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকম্মও সাধন করিতে পারি।

অ্যাঁ-মা, ছিঃ-ছিঃ। যেন কিছু দুর্গন্ধ পাইয়াছেন, তেমনই ভঙ্গিমায় নাসিকা কুঞ্চন করিলেন লক্ষ্মী দেবী।

বাগ্‌দেবী অধরোষ্ঠে হাসি ট্যাগ করিয়া কহিলেন, ইহার জন্যেই কহিতেছি, মুখপুস্তিকা ছাড়িয়া পুস্তিকায় মন দাও। জ্ঞানার্জন হইবে, চক্ষু খুলিবে, জগতে সংসার সম্পর্কে অবগত হইবে।

'ভুল সরু ভুল', লক্ষ্মী দেবী কহিয়া উঠিলেন, 'মুখপুস্তিকায় আসিবার পূর্বে আমিও তেমনই ভাবিতাম। কিন্তু বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়েও যে জ্ঞানার্জন হয় নাই, এক মুখপুস্তিকাই সব জানাইয়া দিয়াছে। মুক্ত অর্থনীতির জোয়ারে ভাসিয়া আমাকে যে সকলে ভুলিতে বসিয়াছিল, আমার সেই হারানো খ্যাতি উদ্ধার করিয়াছে মুখপুস্তিকাই। এখন আমার ভক্তসংখ্যা, আই মিন ফেসবুক ফ্রেন্ড দেখিলে তুই তাজ্জব হইবি। ব্রতকথা, পাঁচালি আদি পুস্তক যাহা পারে নাই, আমার টাইমলাইন সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। নিত্যদিন আমি আমার মহিমাকীর্তন পোস্ট করিয়া চলি আর তাহাতে ভক্তগণ গদগদ চিত্তে লাইক ও কমেন্টস দিয়া চলে, আর উত্তরোত্তর আমার খ্যাতি বাড়িতে থাকে। এই মুখপুস্তিকাতেই আমার খানকয় ফ্যানক্লাব, স্বনামে ও বেনামেকৃত নানা গ্রুপে আমার স্তবস্তুতি ও প্রচার চলে। এখন কেবল মন্দিরেই নহে, মোবাইল, ডেস্ক টপ, ল্যাপটপেও আমি সর্বচরাচর।'

অগ্রজার তৃপ্ত মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন হতবিহ্বল বাগ্‌দেবী। অতঃপর, লক্ষ্মী দেবী প্রস্থান করিলে তিনিও স্মার্টফোনে আন্তর্জাল খুলিলেন। সদ্য গঠিত 'থ্রি মিসটেকস অব মাই লাইফ' পুস্তকটি সরাইয়া রাখিয়া মনে মনে উচ্চারিলেন, 'নো মোর মিস্টেকস ইন মাই লাইফ'। ইহার পরেই ফেসবুক সাইন ইন করিলেন।

অঙ্কন ঃ অভি